৩০-১১-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মীঠে বাচ্চে - আমি তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের হাতের মুঠোয় স্বর্গ দিতে এসেছি , তোমরা আমাকে স্মরণ করো তাহলেই স্বর্গের বাদশাহী লাভ করবে"

প্রশ্ন : বেহদের খুশী কোন্ বাচ্চাদের নিরন্তর অনুভব হয় ?

উত্তর : যে বাচ্চারা বেহদের সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে , অন্য সঙ্গ ছেড়ে শুধু একের সঙ্গে নিজেদের জুড়েছে , তারা-ই নিরন্তর খুশীতে থাকতে পারে। দ্বিতীয় যারা ফলো ফাদার করে , যাদের সার্ভিসের শখ থাকে তাদের খুশী কখনোই শেষ হয়না।

গান :- আকাশ সিংহাসন ছেড়ে এই ধরিত্রীতে এসো ....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বাচ্চারা গান শুনল। এই কথাটি কে বললেন? বাবা বাচ্চাদের বললেন যে গান শুনলে ? যখন দুঃখের অতি হয় তখন বাবাকে ডাকা হয়। বাচ্চারা জানে যে বাবা-ই সুখধাম বা পবিত্র দুনিয়ার রচনা করেন অথবা ভগবান-ভগবতীদের রাজ্য স্থাপনা করেন। ভগবান ভগবতী হলেন স্বর্গের মালিক কিনা । তোমরা দেখো লক্ষ্মীনারায়ণ কত ধন-সম্পদে সম্পন্ন ছিলেন , কত বড় ছিল রাজধানী। তাঁদের রাজধানীতে কখনও কোনো উপদ্রব হয়না। বাবা বাচ্চাদের এমন বর্সা-ই দিয়ে থাকেন তো কত খুশীতে থাকা উচিত । কিন্তু নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে তো আছেই। কেউ কেউ তো পুরো জ্ঞান না থাকার জন্যে না-ই ওখানকার খুশী অনুভব করে আর না-ই এখানকার খুশী অনুভব করে। তাদের বলা হয় দুই জায়গায় ক্ষতি কারণ বাবার কাছে বর্সা নিতে নিতে নীচে নেমে যায়। দুনিয়ায় এই কথা কেউ জানেনা যে ভগবান এসে স্বর্গের স্থাপনা করেন কেননা তিনি আসেনই গুপ্ত রূপে । বলে ভগবান নিশ্চয়ই এইসময় থাকা উচিত কারণ সবাই ঘোর অন্ধকারে রয়েছে । রাতে ১২ টার সময়ে ঘোর রাত্রি বলা হয়। রাতে ঘোর অন্ধকার , দিনে ঘোর প্রকাশ হয়। বাচ্চারা জানে এখন ভক্তিমার্গের রাত পূর্ণ হয়েছে , যাতে রয়েছে শুধুই দুঃখ । মানুষ ভাবে ভক্তির পরে ভগবানের প্রাপ্তি । তোমরা জানো - বাবা-ই এসে আমাদের সবার সদ্গতি করেন। তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী তো আছে তাইনা । কারুর খুশীর পারদ উপরে থাকে। পরিশ্রমও খুশীতে করে। সার্ভিসের শখ থাকে যে কাউকে গিয়ে বুঝিয়ে বলি , তাইজন্য বাবা প্রদর্শনী , মেলার ব্যবস্থা করেন যাতে অন্যদের বোঝানোর সেবা করে খুশীর পারদ উপরে থাকে। এখানে যার কাছে ধন আছে , তারা ভাবে আমরা স্বর্গে বসে রয়েছি । তাদের জন্যে জ্ঞানে আসা হল মুশকিল তাইতো গায়ন আছে কোটিতে কেউ একজনই বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়ে বাবার বর্সার অধিকারী হয়। ফলো ফাদার গাওয়া হয়েছে। তাই বাবার শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। যে ভাল রীতি শ্রীমত অনুযায়ী চলে তাদের ফলো ফাদার করা উচিত । যেমন এই (ব্রহ্মা) বাচ্চা ভাল রীতি চলছে। লৌকিক বাচ্চারা পরামর্শ অনুযায়ী না চললে বলা হয় তুমি নিজের পথ অনুযায়ী চলো। রাবণের মতামত অনুযায়ী চলে এবং রামের মতানুযায়ী চলে এমন দ্বি-মতের মানুষ একত্রে থাকতে পারেনা।

তোমরা বুঝতে পারো যে ভারতেই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। তারা ৮৪ জন্ম নিয়ে পতিত হয়েছে , তখন ডাকা হয় হে পতিত-পাবন আসুন । এখন তোমরা বুঝতে পারো যে অল্প

সময় রয়েছে । দৈবী রাজধানী স্থাপন করতে সময় তো লাগবে। এই হল গুপ্ত । এতে লড়াইয়ের কোনো কথাই নেই। এমন নয় আক্রমণ করে রাজত্ব নেবে। নয়, এইতো বাবা এসে রাজার রাজা করেন। যে বাবাকে স্মরণ করা হয় দুঃখহর্তা সুখকর্তা আসুন। সন্ন্যাসী গুরু কেউ কি দুঃখহর্তা হতে পারে? তাদের হল হদের সন্ন্যাস । তোমাদের হল বেহদের । এর মধ্যে বেহদের খুশী থাকে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ ভগবান-ভগবতীকেও বেহদের খুশী রয়েছে কিনা। পতিত মানুষরা যা মনে আসে তাই বলে। তোমরাতো এক একটি শব্দ অর্থ সহকারে বলো। নতুন দুনিয়ায় হলই একটি ধর্ম। তার সঙ্গে কোনো তুলনা নেই। পুরনো দুনিয়ায় তুলনা রয়েছে । নতুন দুনিয়ায় এই কথার জ্ঞান থাকেনা যে পুরনো দুনিয়ায় কি হবে। সেখানে সবকিছুই ভুলে যায়। এখানে তোমাকে সবকিছু বলা হয় যে নতুন দুনিয়া কবে স্থাপন হবে ! পুরনো দুনিয়া কবে বিনাশ হবে ! তোমাদের সব জ্ঞান রয়েছে । এখন তোমরা বাবাকে পেয়েছ স্বর্গের স্থাপনা করেন যিনি । তো ওনার কাছ থেকে ভাল রীতি বর্সা নেওয়া উচিত । বর্সা প্রাপ্তি তাদেরই হবে যারা কল্প পূর্বেও ভাল রীতি পুরুষার্থ করেছে। তাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী আছে। এই হল কাঁটালো দুনিয়া। প্রথম নম্বর কাঁটা তো সবার মধ্যেই আছে। পুরনো দুনিয়া ছিঃছিঃ , নতুন দুনিয়া শ্রেষ্ঠ হয়। স্বর্গ কাকে বলা হয় তা কেউ জানেনা। এমনিই বলে দেয় যে অমুক স্বর্গবাসী হয়েছে। স্বর্গ আছে কোথায় যে স্বর্গবাসী হল।

তোমরা জানো এই ভারতেই স্বর্গ ছিল , আর ভারতেই নরক আছে । তাই এই অক্ষরটি ধরেই লোকেরা বলতে থাকে যে স্বর্গ নরক এখানেই হয় । যাদের অনেক ধন থাকে , তারা স্বর্গে বাস করে । কিন্তু এরকম হয় না । ভারত যখন নতুন ছিল তখন সত্যযুগ ছিল, যাহাকে স্বর্গ বলা হয়। এখন হলো পতিত দুনিয়া নরক । দুনিয়া তো একটাই হয় । লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্য তো নতুন দুনিয়ায় ছিল । পুরোনো দুনিয়া তো রাবণের রাজত্ব । ভগবানুবাচ, আমি তোমাকে চুরাশী জন্মের রহস্য বলছি । এই রাজযোগ দ্বারা তোমাকে রাজাদের রাজা স্বর্গের মালিক তৈরী করি । সেই কারণেই তো নরকের বিনাশ অবশ্যই হওয়া দরকার । শাস্ত্রে কৃষ্ণের নাম দিয়ে লড়াই ইত্যাদি দেখিয়েছে, পাণ্ডবদের তো কোনো সেনা হয় না । আজকাল কন্যাদের, মাতাদের দল বানিয়ে তাদের বন্দুক ইত্যাদি চালানো শেখানো হয় । এখানে তোমাদের হাতে বন্দুক ইত্যাদি কিছুই থাকে না । তারা কি করে জানবে যে শিবশক্তি সেনা কারা হয় ? শিববাবা তো কখনও হিংসা করতে শেখান না । লড়াইয়ের কোনো কথাই হয় না । তুমি জানো যে শিববাবার রুহানী সেনা আছে । শিববাবা আমাদের ডবল অহিংসক তৈরী করেন । তাদের বলা হয় ১০০% (নন ভায়োলেন্স) অহিংসা । এখানে আছে ১০০% (ভায়োলেন্স) হিংসা । একটা বম্বস দিয়ে কতজনের বিনাশ করে দেয় । বেহদের ননভায়োলেন্স আর ভায়োলেন্সে কত তফাত আছে । এখন তুমি এই সময়ে বেহদের সাইলেন্সে আছো । অন্যদিকে যত লড়াইয়ের তৈরী হতে থাকবে, তত আওয়াজও বাড়তে থাকবে । এই বিনাশে কত হাঙ্গামাও হবে । স্থাপনায় তো কত সাইলেন্সে বসে আছো । হিংসার কোনো কথাই নেই । তোমাদের এখন হলো প্র্যাক্টিকল জীবন । বাবার কাছ থেকে যোগবল দ্বারা অধিকার প্রাপ্ত করছো । বাবা অল্ফ (ঈশ্বর)কে স্মরণ করলে স্বর্গের বাদশাহী পাওয়া যায় । কত সহজ ব্যাপার, তাই না! বাবা হলেন কত মোস্ট বিলাভড । কত দূরের দেশ থেকে আসেন । যেমন বিলেত থেকে কারোর বাবা আসেন তো বাচ্চারা কত খুশী হয় । বাবা আমাদের জন্য বিদেশ থেকে ভালো ভালো উপহার আনবে । বেহদের বাবা তো একই বার আসেন আর কোন্ উপহার নিয়ে আসেন? বাবা বলেন আমি তোমাদের জন্য হাতে করে উপহার হিসেবে স্বর্গ এনেছি । যেমন বলা হয় হনুমান সঞ্জীবনী বুটির পাহাড় এনেছিল । এবার পাহাড় তো কেউই ওঠাতে পারে না ।

সেরকমই বাবা বলেন আমি (শিববাবা) হাতে করে স্বর্গ এনেছি । এবার স্বর্গ কারোর হাতে করে থোড়াই আসে! এটা তো হয় বোঝার কথা । বাচ্চারা তো জানে বাবা আমাদের জন্য নম্বরওয়ান উপহার এনেছেন । বাবা বলেন আমি তোমাদের পবিত্র দুনিয়ার মালিক বানাতে এসেছি, তাই তোমাদের পবিত্র হতে হবে । এটা তো রাজযোগ, তাই না! ভারতের প্রাচীন রাজযোগ, গীতার ভগবানই শিখিয়েছেন আর রাজত্ব দিয়েছিলেন । এবার আবার থেকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন । তোমরা বলো যে আমরা স্বর্গের স্থাপনের কাজে নিমিত্ত বাবার বাচ্চারা, বাবা যখন নতুন দুনিয়ার স্থাপন করবেন তখন তো অবশ্যই কেউ তো বাদশাহী প্রাপ্ত করবে, তাই না! এরকমও নয়, শুধু যারা স্বর্গে ছিল, বাবা তাদেরই দিয়েছেন হবে! বাবা তো সবাইকেই দেন, তাইনা! বাকি সবাই ড্রামা অনুসারে মুক্তির পার্ট প্রাপ্ত করবে । সবাই মুক্ত হয়ে যায় । বাবাই একজন, যিনি হন সদ্গতি দাতা, দ্বিতীয় আর কেউ নয় । তোমাদের কাছে প্রদর্শনীতে যারা নামী লোকেরা আসে , আর যারা মানে গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নয় , স্বয়ং শিব(ঈশ্বর) , তাহলে তাদের কাছ থেকে লিখিয়ে নেওয়া দরকার । বড় লোকেদেরই কথা শুনবে । গরিবদের কথা তো কেউই শোনে না । এইজন্য প্রদর্শনীতে চেষ্টা করে লিখিয়ে নিও যে গীতার ভগবান একই হন । তিনি হলেন সবার বাবা । আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে ভারত স্বর্গ ছিল, লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্য ছিল । এখন তো পুরো বিশ্বেই রাবণের রাজত্ব চলছে , এই হলো সবার শত্রু, যাকে বছর বছর জ্বালানো হয় । তাও সে মরে না । এখন ভারতের বড় শত্রু হলো এই রাবণ । এই কথা শুধু তোমরা জানো । এবার রাম পরমপিতা পরমাত্মা রাবণের ওপরে বিজয়ী ঘোষণা করছেন । বলেন তিনি আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের পাপ বিনাশ হবে । তোমরা যোগ্য হলে তখন তো নতুন দুনিয়ার দরকার হবে । পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ তো অবশ্যই হয়েছিল, তাই আবার হবে । মহাভারতের লড়াই তখনই হয়েছিল, যখন রাবণ রাজ্যের বিনাশ হয়ে রাম রাজ্যের স্থাপন হয়েছিল । রাবণ রাজ্যেই হাহাকার হয় আর হাহাকারের পরেই জয়জয়কার হয় আর দুনিয়া পরিবর্তিত হয় । যেমন পুরোনো ঘর ভেঙ্গে নতুন তৈরী করা হয়, সেইরকম ভাঙ্গা হয়, আর এইভাবেই স্থাপনা করা হয় । বম্বস ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে, জোর কদমে তৈরী চলছে । এখন দশহরা এসেছিল তো রাবণের এফীজীও বেরিয়েছিল । তোমাদের হলো বেহদের কথা । তোমাদের বুদ্ধিতে আসে যে এরা কি করছে ! তোমরা যখন বোঝাবে তখন তারা বুঝবে যে এটা আমরা কি করছি ! হাসিও আসবে । তোমরা বোঝাতে পারো যে এতো বড় রাবণ হয়ই না । বাবা এবার বলছেন রামরাজ্য তোমরা গ্রহন করো । পাঁচ বিকারের দান দিলে গ্রহন মুক্ত হবে । বাবা এসে বোঝাচ্ছেন এই পাঁচ বিকারের গ্রহন পুরো দুনিয়ায় লেগে আছে । একদমই কালো হয়ে আছে । তোমাদের বাচ্চাদের তো অগাধ খুশী হওয়া দরকার । খুবই অল্প দিন বাকি আছে ।

তোমরা এখন ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টর, মুখ্য এক্টর্স ড্রামার আদি মধ্য অন্তকে জেনে নিয়েছো আর কেউই জানে নি । তোমাদের বুদ্ধি এখন স্বচ্ছ হয়েছে । যখন তোমরা বাবার হয়েছো, তখন তো অবশ্যই তোমাদের স্বর্গে পাঠানো হবে । (নলেজ ইজ সোর্স অফ ইনকাম) জ্ঞান হলো আয়ের উৎস । এটা হলো (রুহানী) আত্মিক জ্ঞান , যা শুধু বাবাই দিয়ে থাকেন । মানুষরা মানুষদের এই জ্ঞান দিতে পারে না । দুনিয়ার সব মানুষ মানুষকে জ্ঞান দেয় । তোমাদেরকে বাবা সুপ্রীম সোল অর্থাৎ পরমাত্মা এসে জ্ঞান দিচ্ছেন । বাকি তারা সবাই ভক্তিমার্গের কথা কাহিনী শোনায় । সত্যনারায়ণের ব্রতকথা , রামায়ণ কথা ..... যে সবই অতীত হয়েছে তারা কিছু না কিছু তৈরী করতেই থাকে। এই সব হল পড়াশোনা । পড়াশোনায় ইতিহাস ভূগোল শোনানো হয়। এই হল বিশ্বের ইতিহাস-ভূগোল , হিউজ অর্থাৎ বিশাল । তোমরা বোঝাও বাবা এসে ৫

হাজার বছর পূর্বেও বলেছিলেন ঐ গীতাপাঠীরা কিছু বোঝে নাকি । যাদব , কৌরব , পান্ডব কাদের বলা হয় - তোমরা প্র্যাক্টিকালে দেখো । ইউরোপবাসী যাদবরা মিসাইল তৈরী করল , বিনাশ হল। বিনাশের পরে কি হল , সেসব কিছু দেখান হয়না। তারা ভাবে প্রলয় হল। তারা বলে তোমরা কি শাস্ত্র ইত্যাদি মানো ? বলো হ্যাঁ , আমরা শাস্ত্র জানি , শাস্ত্র মানি - এইসবই হল ভক্তিমার্গের । জ্ঞান তো একমাত্র বাবা-ই শোনান , যিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। এখন ভক্তি শেষ হয়ে জ্ঞান জিন্দাবাদ হচ্ছে । পুরনো দুনিয়ার বিনাশ সামনে রয়েছে , নাথিং নিউ। আমাদের প্রীতি হল এক বাবার সঙ্গে। আমরা অন্য সঙ্গ ত্যাগ করে এক বাবার সঙ্গকে স্বীকার করি। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা ভেবে আমার সঙ্গে যোগ লাগাও - একেই ভারতের প্রাচীন যোগ বলা হয় , যা বাবা শিখিয়ে দেন। কৃষ্ণের আত্মাও এইসময় অন্তিম জন্মে আছে , এনাকে (ব্রহ্মাবাবা) বলা হয় তুমি নিজের জন্মগুলি জানোনা। এই তোমার অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম , তাইজন্য আমি (শিববাবা) এনার মধ্যে প্রবেশ করি। আমি এনার মধ্যে বসে তোমাদের ব্রহ্মা মুখবংশাবলী করে রাজ্য ভাগ্য দিই। বাবা ছাড়া এই কথা কেউ বলতে পারেনা। এইসব তো বাবা নিজেই এই মুখ দিয়ে শোনাচ্ছেন । এই বাবাও প্রথমে কিছু জানতেন না , তোমরাও কিছু জানতেনা। ভারতবাসীদেরও বোঝাতে হবে। ৮৪ জন্মের চক্র কিভাবে ঘুরছে, এই হল সেই লড়াই , যার দ্বারা স্বর্গের গেট খুলেছিল । যখন বাবা এসে রাজযোগ শিখিয়ে দেবতা রূপে পরিণত করেন। আচ্ছা ।

মীঠে মীঠে সিকীলধে(হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) যারা ভালোভাবে শ্রীমত অনুযায়ী চলে তাদের ফলো করতে হবে। বেহদের খুশীতে থাকার জন্যে নিজ সম পরিণত করার সেবা করতে হবে।

২) প্রীত বুদ্ধি অর্থাৎ স্নেহপূর্ণ বুদ্ধির দ্বারা অন্য সঙ্গ ত্যাগ করে একমাত্র বাবার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। ডবল অহিংসক হয়ে সাইলেন্সে বসে নিজের রাজত্ব স্থাপন করতে হবে।

বরদান : রুহানীয়তের খুশবু অর্থাৎ আত্মার সুগন্ধের আধারে সকলকে পরমাত্ম সংবাদ পরিবেশনকারী বিশ্ব কল্যাণকারী ভব।

রুহানীয়তের সর্বশক্তিগুলি নিজের মধ্যে ধারণ করে নাও তাহলেই আত্মার সুগন্ধ সহজেই অনেক আত্মাদের আকৃষ্ট করবে। যেমন মন্সা শক্তি দ্বারা প্রকৃতিকে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান করো তেমনই বিশ্বের অন্য আত্মারা যারা তোমাদের সামনে আসতে পারবেনা তাদের দূর থেকেই তোমরা রুহানীয়তের শক্তি দ্বারা বাবার পরিচয় বা মুখ্য সংবাদ দিতে পারবে। এই সুক্ষ্ম মেশিনারী যখন তীব্র করবে তখনই অনেক দুঃখি আত্মারা শান্তি লাভ করবে আর তোমরা বিশ্ব কল্যাণকারী রূপে পরিচিত হবে।

স্লোগান : নিজের কাছে শুদ্ধ বা শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প ইমার্জ রাখো তাহলে ব্যর্থ স্বত:ই মার্জ হয়ে যাবে।